শ্রুতি

সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ : ডিসেম্বর : ২০২১

ষান্মাসিক
ISSN : 2394-7225

প্রধান সম্পাদক
তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক
নির্মল দাস
গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
মদনগোপাল অধিকারী

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

S H R U T I

SAHITYA-SANSKRITI BISHAYAK GABESHANAMULAK PATRIKA

A PEER REVIEWED REFEREED JOURNAL

Published by Shruti Gabeshana Parishad

ISSN : 2394-7225

অষ্টম বর্ষ : ডিসেম্বর সংখ্যা : ২০২১

প্রকাশক

শ্রুতি গবেষণা পরিষদ

গ্রাম : নাকড়াকুড়ি, পো : তেলিঘাটা, তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

সম্পাদনা পরিষদ (Referees)

প্রফেসর মঞ্জুলা বেরা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিতা বসু, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর আদিত্যকুমার লালা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর অমিত ভট্টাচার্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর নন্দিনী ব্যানার্জী, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীঋষিকুমার শর্মা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়

ড. গৌর চন্দ্র ঘোষ, ইসলামপুর কলেজ

সম্পাদক

তাপস অধিকারী

সহ-সম্পাদক

নির্মল দাস ও গুরুদাস চন্দ্র মাহাতো

কার্যনির্বাহী সম্পাদক

মদনগোপাল অধিকারী

প্রচ্ছদ ও অক্ষরবিন্যাস : তাপস অধিকারী

প্রাপ্তিস্থান

সম্পাদক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক (Whatsapp বা E-mail-এ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়)

মোবাইল নং ৯৪৭৪৬৭৩৮৮৬ (প্রধান সম্পাদক) ও ৯৫৪৭০৭০৯৫২ (কার্যনির্বাহী সম্পাদক)

e-mail: editorshruti@gmail.com / adhikarymg@gmail.com

সূচি

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' : রূপাসক্তির সঙ্গে জীবিকার দ্বন্দ্বে হৃদয়ধর্মের উন্মোচন — মঞ্জুলা বেরা — ৭
মঞ্চের থিয়েটারে পুরুষ অভিনেতাদের স্ত্রী-চরিত্রাভিনয় — ধ্রুবজ্যোতি পাল — ১৯
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' : একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা — ড. মিঠু দেব — ২৮
বৈদিক 'বিষ্ণু'র বিবর্তন ও শ্রীকৃষ্ণঃ — সুফল বিশ্বাস — ৩৩
সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র: প্রসঙ্গ রামায়ণ — অপূর্ব বীর — ৪৬
শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবি ও এতদ অঞ্চলে তার প্রভাব — মিজানুর রহমান — ৫৪
ভারতীয় মনীষীগণের দৃষ্টিতে উপনিষদের প্রেক্ষাপটপর্যালোচনা- — নীলকান্ত বিশ্বাস — ৬১
লোকসাংস্কৃতিক উপাদানের অন্বেষণ ও তিনটি উপন্যাস (আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু : অভিজিৎ সেন, অনিল ঘড়াই ও নলিনী বেরা) — নুনম মুখোপাধ্যায় — ৭১
অস্তিত্বরক্ষা ও নিঃসঙ্গতার উপাখ্যান সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র উপন্যাস লালসালু: চরিত্র নির্মাণ ও বিষয় ভাবনা — সঙ্গীতা সাহা — ৭৮
কোচবিহার জেলার কথ্য ভাষার ক্রিয়াপদ সমূহ ও তার শ্রেণীবিভাগ — সুভাশিস সাহা — ৮৪
স্বড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্প : নারীর বিবিধ স্বর — অঙ্কিতা চট্টোপাধ্যায় — ৯৮
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে আধুনিক জীবন সমস্যার সন্ধানে — ডঃ প্রকাশ রায় — ১০৫
'রক্তে রাঙা জালিয়ানওয়ালাবাগ': একটি সমীক্ষা — অলোক রায় — ১১৪
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'উদ্বৃত্ত' : এক জীবনচর্যার কাহিনি — মদন গোপাল অধিকারী — ১২০
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' : পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ — তাপস অধিকারী — ১২৪

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' : রূপাসক্তির সঙ্গে জীবিকার দ্বন্দ্বে হৃদয়ধর্মের উন্মোচন

মঞ্জুলা বেরা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' গল্পটি বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় এক অনন্য সংযোজন। সামান্য 'খেজুর গাছের রস' সংক্রান্ত বস্তুগত বিষয়ে জীবনপ্রবাহ যুক্ত হয়ে কি অপূর্ব জীবন-রসের পরিচয় দেওয়া যায় তা কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র এই গল্পে দেখিয়েছেন।

'রস' গল্পের মুখ্য চরিত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক মোতালেফ। সে বিপত্নীক, বছর দুই আগে তার স্ত্রী মারা গেছে। এখন সে তেরছা চাউনিতে সুন্দর মুখের খোঁজ করে ফেরে। এবার 'অল্পবয়সী খুবসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে'— এই চেষ্টাই সে করে চলেছে। কিন্তু তাদের সমাজের রীতি অনুযায়ী 'কন্যাপণ'-এর দরে সে সেই আশা পূরণ করতে পারছে না।' 'যারই ঘরে একটু ভাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি।' তাই দরে পটাতে পারছে না; সেই আর্থিক সামর্থ্য তার নেই। অথচ চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে আঠার-উনিশ বছর বয়সী ফুলবানুকে তার সবচেয়ে বেশী পছন্দ। যদিও একহাত ঘুরে আসা, কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। ফুলবানুর 'রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগবগ করছে মন'; চরকান্দার নদীর ঘাটে তালাকপ্রাপ্ত এই ফুলবানুকে দেখে খুঁজে খুঁজে এলেম শেখের বাড়িতে গিয়ে মোতালেফ বুঝেছে— পাঁচকুড়ির কমে তার এই মেয়েকে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ফুলবানুর দেহের 'চেকনাই আর জেল্লা' ও মনের মধ্যেকার 'রসের ঢেউ' মোতালেফের দেহে ঝড় তুলেছে, অথচ সামর্থ্যে তো কুলোচ্ছে না। তবে ফুলবানুর নজরেও মোতালেফ পড়ায় অন্য একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে যায়। ফুলবানু জানিয়ে দেয়— "বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়"। এরপর ফুলবানুর দেহজ রূপের মোহে ডুবে থাকা ইচ্ছাকে পূরণ করতে মোতালেফ প্রথমে গাঁয়ের বড়লোক-পরিবার যথা মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্জেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি গিয়ে টাকা ধার নেওয়ার চেষ্টা চালায়, কিন্তু বিফল হয়। তাই শেষপর্যন্ত জোয়ান পুরুষ মোতালেফ নিজ পেশাতে দক্ষতাকে আর্থিক সামর্থ্য লাভের পথ হিসেবে বেছে নেয়।

শীতের শুরুতে গ্রামের সম্ভ্রান্ত চৌধুরীদের বাড়ির খেজুর বাগানে খেজুর গাছ ঝুরে দেওয়ার কাজ নেয় মোতালে। সে এ-কাজে ঐ গ্রামেরই দক্ষ 'গাছি' মাজুখাতুনের স্বামী রাজেক মৃধার শিষ্য। তার সঙ্গী হয়েই খেজুর গাছের রস বের করার জন্য তার হাতের সূক্ষ্ম নিপুণ অস্ত্র চালানো দেখেই মোতালেফ খেজুর গাছ ঝোরানোর কলাকৌশলের দক্ষতা অর্জন করেছে। তাই রাজেক মৃধার মৃত্যুর পর চৌধুরীদের বাড়ি থেকে মোতালেফকেই খেজুর গাছ ঝুরে দেওয়ার ডাক পড়ে। দেখা যায়, শীতের সূচনাতেই সে চার/পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করেছে মোতালেফ। কিন্তু এত গাছের খেজুর রস থেকে গুড় তৈরি করার কাজ কে করবে বিপত্নীক মোতালেফের সংসারে? সে জানে— "কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মতো মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,— কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় ক'রে সকাল থেকে দুপুর